গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: সারাদেশে মশক নিধন ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য Zoom Conference-এর মাধ্যমে ৮ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	Zoom Conference এর মাধ্যমে
তারিখ ও সময়	:	২১ জানুয়ারি , সকাল ১১.৩০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, গত বছরের শুরু হতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে **"জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর, মশক নিধন বছরভর"** শীর্ষক স্লোগান নিয়ে যে সময়োপযোগী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশের জনগণ এর সুফল পাচ্ছে। বিগত বছরসমূহের অভিজ্ঞতা ও চালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান ২০২১ সালের শুরুতেই মশক নিধন কার্যক্রম আরও বেগবান করার লক্ষ্যে আজকের সভা আহ্বান করা হয়েছে। তিনি সভার সভাপতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি-কে সূচনা বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

১.২ সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিগত বছর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবজনিত প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়েছিল। এ অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৯ সালের অক্টোবর হতে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে সকল সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে এডিস মশার বংশবিস্তার ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এডিস মশা মূলত বাসা-বাড়ির অভ্যন্তরে ও আঙ্গিনায় জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে বংশবিস্তার করে থাকে। অপরদিকে, এনোফিলিস ও কিউলেক্স মশা বদ্ধ জলাশয়, ড্রেন, ঝোপ-ঝাড় ইত্যাদিতে বংশবিস্তার করে। বাংলাদেশে Integrated Vector Management করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন গণমাধ্যমে TVC প্রচার করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে কিউলেক্স মশার প্রাদুর্ভাব সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টি সকলকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে হবে। যেহেতু আমরা সকলে এডিস মশার বংশবিস্তার রোধ করতে সক্ষম হয়েছি, সেহেতু কিউলেক্স-সহ অন্যান্য মশার প্রাদুর্ভাবও আমরা বন্ধ করতে পারব। তিনি বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর সাথে ধারাবাহিক আলোচনার ফলে মশক নিধনে ব্যবহৃত কীটনাশক আমদানীর প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। মশক নিধন কাজে ব্যয় নির্বাহের জন্য গত অর্থ বছর এবং বর্তমান অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যাপ্ত থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে মশকের লার্ভা পাওয়া যাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়। ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন এবং প্রাকৃতিক খালসমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সম্প্রতি ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-কে অর্পণ করা হয়েছে।

এ খালসমূহ পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত করার জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। খালসমূহে পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলে এতে মশকের বংশবিস্তার রোধ হবে। মশকের বংশবিস্তার প্রতিরোধে সকল সিটি কর্পোরেশন এবং দপ্তর/ সংস্থার পক্ষ হতে তাদের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় অবহিত করা এবং কোন সীমাবদ্ধতা থাকলে তা পর্যালোচনার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

১.৩ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, মশকের প্রাদুর্ভাবের মূল মৌসুম সাধারণতঃ জুন হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গত বছরের এ মৌসুম বিস্তৃত হয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত মশকের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। গত বছরের মে মাসে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ পর হতে মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে মশকের প্রাদুর্ভাব ও মশাবাহিত ডেঙ্গুর প্রকোপ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। গত ২০২০ সালে ডেঙ্গু রোগে লক্ষ্যণীয় কোন প্রাণহানি হয়নি মর্মে-আমরা সকলে দাবী করতে পারি। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই নতুন কীটনাশক নির্বাচন, প্রয়োগের মাত্রা এবং কীটনাশক আমদানীর যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা ছিল। পাশাপাশি মশক নিধন কাজে দায়িত্ব পালনের জন্য আউটসোর্সিং/ দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ১,০৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত করার ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এর ফলে মশকের বংশবিস্তার রোধে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, সঠিক কীটনাশক প্রয়োগ, প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োজিত করা এবং নিবিড় তদারকির নিশ্চিত করার মাধ্যমে মশকের বংশবিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়েছে। প্রতি ওয়ার্ডে ৮ জন জনবল নিয়োজিত করা হয়েছে এবং কীটনাশক প্রয়োগের সময় বৃদ্ধি করে চার ঘণ্টা লার্ভিসাইডিং ও এডাল্টিসাইডিং করা হচ্ছে। অঞ্চলভিত্তিক সকল উন্মুক্ত নর্দমা, জলাশয় প্রতি মাসে দু'বার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে হস্তান্তরিত খালসমূহ সংস্কার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০২১ সালের জন্য ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কীটনাশক আমদানীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে মশক নিধন কাজে ইতোমধ্যে ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কীটনাশক আমদানী ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা মহানগরীর খাল, জলাশয়গুলোকে অবৈধ দখল মুক্ত করা এবং সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা সম্ভব হলে-একটি মশকমুক্ত ও বাসযোগ্য ঢাকা মহানগরী নির্মাণ করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সাম্প্রতিক কিউলেক্স মশার প্রাদুর্ভাব নিয়ে সভাপতি মহোদয়ের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, মশকের লার্ভা নিধনকারী কীটনাশক পরিবর্তন, প্রয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন এবং আরও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কিউলেক্স মশার প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

১.৪ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম সুজন বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রাকৃতিক খালসমূহের জলাবদ্ধতা চট্টগ্রাম মহানগরীর মশকের বংশবিস্তারের অন্যতম কারণ। এ মহানগরীর খালসমূহ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যথাযথ কীটনাশকের প্রয়োগ করার মাধ্যমে বর্তমানে মশকের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। মশক নিধন ব্যবহৃত কীটনাশক ক্রয়ের সময় সরকারের ৩টি সংস্থা থেকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে ঔষধ ক্রয় করার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান প্রদান করেন।

১.৫ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এ বছরের শুরুতেই সভা আহ্বানের জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মশকের বংশবিস্তার রোধে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ড্রেনেজ পরিষ্কার করা, কীটনাশক প্রয়োগ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। এর ফলে এ বছর বর্তমান সময় পর্যন্ত খুলনা নগরীতে লক্ষ্যণীয় কোন ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়নি। তিনি খুলনা সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ইস্যুতে প্রয়োজনীয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বানের জন্য সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানান।

১.৬ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসেই এ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করায় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন মশক ও লার্ভা নিধনে ব্যবহৃত কীটনাশক এর আমদানী শুল্ক জনস্বার্থে সম্পূর্ণ বিলোপ করা প্রয়োজন। এতে সিটি কর্পোরেশনসমূহের বিপুল অর্থের সাশ্রয় হবে। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়নি। দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পাঞ্চল নিয়ে গঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকা সম্পূর্ণ মশকের প্রাদুর্ভাবমুক্ত রাখার জন্য তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

১.৭ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব ইকরামুল হক বলেন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে মশকের বংশবিস্তার রোধে সকল জলাশয়, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, আবাসিক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সকল ওয়ার্ডে মশক ও লার্ভা নিধন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করে তিনি কিছু খালে লার্ভাখেকো মাছ ছেড়েছেন এবং এর সুফল পেয়েছেন।

১.৮ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান বলেন, রংপুর নগরীতে মশকের বংশবিস্তার রোধে রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়মিত সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ওয়ার্ডভিত্তিক কীটনাশক স্প্রে করা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি চলমান রয়েছে। রংপুর নগরীতে দু'টি প্রাকৃতিক খাল রয়েছে, (১) শ্যামাসন্দুরী খাল এবং (২) কেডি খাল। নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে এ দু'টি প্রাকৃতিক খালে পানি প্রবাহমানতা বজায় রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৯ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সেলিম রেজা বলেন, উক্ত সিটি কর্পোরেশনের মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরও নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত প্রাকৃতিক খালসমূহের সংস্কার কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ফলে নগরবাসী শীঘ্রই সুফল পাবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকায় মশকের বংশবিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিবিড় সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

১.১০ ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম খান বলেন, ঢাকা ওয়াসার অধীনে সকল ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা, পানির পাম্প ইত্যাদিতে যাতে পানি জমে লার্ভা জন্মাতে না পারে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

১.১১ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার বলেন, উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সকল সরকারি অফিস, আবাসিক বাসভবনসমূহে কোনোক্রমেই যাতে মশকের লার্ভা সৃষ্টি হতে না পারে, তা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় সকল খাল/লেকসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া, স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে যে কোন অনুরোধ করা হলে তা বাস্তবায়নের উক্ত মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে।

১.১২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ডাঃ আফসানা আলমগীর খান, জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল এবং এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বিশেষজ্ঞ কীটতত্ত্ববিদ রয়েছেন। গত বছর হতে ঢাকা মহানগরীতে কোভিড-১৯ মোকাবেলা, মশা জরিপ, চিরুনি অভিযান পরিচালনা, ডেঙ্গু রোগীর তথ্য বিনিময় ইত্যাদি সকল কাজে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে ২০১৯ সালে ১,০১,৩৫৪ জন ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়। এর মধ্যে ১৭৯ রোগী মৃত্যুবরণ করে। অপরদিকে ২০২০ সালে ঢাকা মহানগরীতে ১৪০৫ রোগী সনাক্ত হয় এবং ৭ জন রোগী মৃত্যুবরণ করে। গত বছরে বছরব্যাপী এডিস মশা নিধন কর্মসূচি চলমান থাকলেও বৃষ্টিপাতের মৌসুম সেপ্টেম্বর এর পরিবর্তে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ছিল। এর ফলে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব একটু বেড়ে গিয়েছিল। উক্ত ৭ জন রোগী ঐ সময়ে মৃত্যুবরণ করে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে উক্ত ৭ জন রোগীকে কোভিড-১৯ এর সাথে ডেঙ্গু রোগের Test না করানোয় যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে এ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। যদিও বর্তমানে যে কোন জ্বরাক্রান্ত

রোগীকে কোভিড-১৯ এর সাথে ডেঙ্গু রোগের Test করানোর বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে শুধুমাত্র বর্ষা মৌসুম নয়, সারা বছরই ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক সারা বছরব্যাপী কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

১.১৩ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সভায় বলেন, মশকের বংশবিস্তার রোধকল্পে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহকে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে গত বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে ২০২১ সালের জন্য বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করতে হবে। সকল কার্যক্রমের ধারবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহকে যথাযথ মান নিশ্চিত হয়ে লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড আমদানী করতে হবে। এছাড়া, সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে সৃষ্ট চিকিৎসা বর্জ্যের যথাযথ Disposal করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১.১৪ সভাপতি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন, মশকের লার্ভা নিধনকল্পে সময়োপযোগী কীটনাশক নির্বাচন, কার্যকর প্রয়োগ সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশনসমূহ নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে। তিনি বলেন, মশক নিধনে আমাদের অর্জিত সাফল্যকে ধরে রাখতে হবে। যে কোন পরিস্থিত মোকাবেলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহকে যথাযথ প্রস্তুতি রাখতে হবে।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

সভায় সকলের বক্তব্য শ্রবণান্তে সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১	মশকের বংশবিস্তার রোধে গত বছরের কার্যক্রম, অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা ও সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহকে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে ২০২১ সালের জন্য বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করতে হবে।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
২.২	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহকে যথাযথ মান নিশ্চিত হয়ে লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড আমদানী করতে হবে যাতে এডিস মশা ছাড়াও অন্য প্রজাতির মশা নিধন হয়।	সকল সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
২.৪	মশকের লার্ভা নিধনকল্পে সময়োপযোগী কীটনাশক নির্বাচন, কার্যকর প্রয়োগ সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০৪৭.১৯.১৫২/১(৫০০)

তারিখ: ২৪ মাঘ ১৪২৭ / ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর/ ঢাকা দক্ষিণ/ রাজশাহী/ খুলনা/ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা (সদয় জ্ঞাতার্থে)
৪. সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা
১০. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সিনিয়র সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২০. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৩. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
২৪. সচিব, সেতু বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা।
২৫. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
২৮. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৩০. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৩৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪২. সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা।
৪৪. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৫. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৬. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৭. সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।

৪৮. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫১. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৭. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫৮. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৯. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬০. মেয়র, চট্টগ্রাম/ বরিশাল/ সিলেট/ কুমিল্লা/ রংপুর/ গাজীপুর/ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৬১. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬২. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ পানি সরবরাহ/ উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৩. বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
৬৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৬৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, রাজশাহী ওয়াসা/ খুলনা ওয়াসা।
৬৬. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তপক্ষ/ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৬৭. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৮. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬৯. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭০. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, কাকরাইল, ঢাকা।
৭১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭২. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরানবাজার, ঢাকা।
৭৩. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭৪. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৭৫. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা।
৭৬. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭৭. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৭৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৮০. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৮১. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ (সকল)।
৮২. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)
৮৩. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৪. জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।
৮৫. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২/ জেলা পরিষদ/ পৌর-১/ পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৬. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ... জেলা (সকল)।
৮৭. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)।
৮৮. মেয়র, ... পৌরসভা (সকল)
৮৯. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নুমেরী জামান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd